[redacted]

[redacted]

সদর ইউএনও’র মহতি উদ্যোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামে একটি রাস্তার পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করে দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার নিরসন করেছেন ইউএনও খায়রুল ইসলাম। তার এ মহতি উদ্যোগে এলাকাবাসীর দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: খায়রুল ইসলাম তার সরকারি ফেসবুক পেজে এ নিয়ে লিখেছেন, কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম শেষে নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে মনোহরপুর গ্রামে দেখি এলজিইডির একটা রাস্তায় প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে আছে।

গ্রামের লোকজন দেখলাম অনেক কষ্ট করে পার হচ্ছে। গাড়িচালককে বললাম গাড়ি থামাতে। আমার বিষয়টি দেখে খুব খারাপ লাগলো। দঁড়াতেই লোকজন এগিয়ে আসল। তারা বলল তাদের পার হতে খুব কষ্ট হয়। তারা বলল, মাঝে মাঝে এক্সিডেন্ট হয়। এগিয়ে যেতেই দেখলাম, রাস্তার দুই পাশের লোকজন তাদের জমিতে যেন পানি না যায় এজন্য তারা মাটির বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছে। অথচ তারাও এই রাস্তাটি ব্যবহার করে। কয়েক গ্রামের লোক এই রাস্তা ব্যবহার করে। আমি এক এক করে বাড়ির মালিকদের জিজ্ঞাসা করতেই বলল, অমুক বন্ধ করেছে, তাই তারাও করেছে। আমি পাশের বাড়ি থেকে কোদাল এনে মাটি কাটতে বললাম, গ্রাম পুলিশকেও ফোন দিয়ে আনলাম। তারাও কোদাল দিয়ে মাটি কেটে মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা থেকে পানি নেমে যায়। শুনলাম অনেকেই বিষয়টি এর আগে সমাধান করতে পারে নাই। এর আগে অনেকবার মারামারি হয়েছে। যারা এতদিন এদের ভয়ে কথা বলতে পারত না তারা খুব খুশি হয়েছে। এখানেই চাকরির সার্থকতা খুঁজে পাই। ”

এলাকাবাসী ইউএনওর এমন কাজক প্রশংসা করে বলেন, সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করলে সমাজ থেকে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তার একটি প্রমান এ রাস্তা।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিভাগ সেরা সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখায় ২০২৫ সালের জুন মাসে মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম খুলনা বিভাগে সেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

নড়াউল জেলার কালিয়া ইউএনও রাশেদুজ্জামান ২য় এবং মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর ইউএনও শাহিনুর আক্তার ৩য় স্থান অর্জন করেন। খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম মনিটরিং সেল এ স্বীকৃতি প্রদান করে। একই কার্যক্রমে গাংনী ইউএনও আনোয়ার হোসেন চতুর্থ এবং মুজিবনগরের ইউএনও পলাশ মন্ডল অষ্টম স্থান অর্জন করেন।

মেহেরপুরে যোগদানের পর থেকে মোঃ খায়রুল ইসলাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি খাসজমি উদ্ধারে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছেন। ২০২৪ সালে এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করায় এলাকায় প্রশংসিত হন।

চলতি বছরের ২ জানুয়ারি মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সদরে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বাসিন্দা এবং ৩৫তম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ২০১৭ সালে দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর টাঙ্গাইলে এনডিসি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং মুজিবনগরে ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর স্ত্রী মাহামুদা পারভীন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলাকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেছেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যেন বাংলাদেশে একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে সে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, এখানে বসবাসকারী কেউ অশান্তি ভোগ করেন না। এই উপজেলার সকল ধর্মের মানুষ অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করেন। তিনি বলেন, ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সে শিক্ষা মেনে বসবাস করতে হবে। কোন ধর্মেই হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষেকে স্থান দেয় না। তিনি বলেন, মানুষ খারাপ হতে পারে, কিন্তু ধর্ম খারাপ নয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে পিস ফ্যাসিলিটিটর গ্রুপ (পিএফজি)’র উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

পিএফজি’র পিস এম্বাসেডর সিরাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে সংলাপ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুল মুনির, পুলিশ পরিদর্শক সেলিম উদ্দিন, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার আনিছুর রহমান। কার্যক্রম ও মুল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন দি হাঙ্গার প্রোজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজু জাভেদ।

মুজাহিদ মুন্নার সঞ্চালনায় সংলাপ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনউদ্দিন, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাহিদাতুন্নেসা নয়ন, আব্দুস সাত্তার মুক্তা, সঞ্জয় মুখার্জী, জন পি বিশ্বাস প্রমুখ।

সংলাপে অন্যদের মধ্যে ইমাম জামাল উদ্দিন, সামিউল ইসলাম, শাহিন

আলম, ইদ্রিস আলী, আব্দুল ওহাব, সাইফুল ইসলাম বকুল, জিল্লুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, সাবেক কাউন্সিলর পলি খাতুন, সোনিয়া আক্তার, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সঞ্জীব পাল বাপি, লিপিকাদে, অনন্যা রানী দাসীসহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মহেশপুরে ইউএনও’র গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের মহেশপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি গাড়ির সঙ্গে যাত্রীবাহী একটি বাসের সংঘর্ষে গাড়িচালক আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে মহেশপুর উপজেলার বারোমাসি ব্রিজের পাশে কালিগঞ্জ -জীবননগর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইউএনও খাদিজা আক্তারের ব্যবহৃত সরকারি গাড়িটি সার্ভিসিংয়ের জন্য কোটচাঁদপুরের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এসিল্যান্ডের ড্রাইভার শাওন হোসেন। বারোমাসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা শাপলা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইউএনও’র গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক শাওন হোসেন আহত হন।

খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি। বাসটিকে আটক করা হয়েছে।’ এই ঘটনায় এখনো মামলা দায়ের হয়নি।

গাংনীর নবাগত ইউএনওর সাথে সাংবাদিকদের পরিচিতি সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল ৪টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন। গত ১৫ মে ২০২৫ তারিখে গাংনী উপজেলার ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মো. আনোয়ার হোসেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মুনসুর রহমান, এলজিইডি প্রকৌশলী মো. ফয়সাল হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোতালেব আলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী মো. মাহফুজুর রহমান এবং পৌরসভা প্রকৌশলী মো. শামীম রেজা।

সভায় সাংবাদিকরা গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমি এখন গাংনীর মানুষ। গাংনীবাসীর প্রত্যাশা নিয়ে তাদের সেবা করতে চাই। আমি চাই না আমার ভালো কাজের প্রশংসা করা হোক, বরং অনুরোধ করব সমালোচনা করতে যাতে আমি ভুল শোধরাতে পারি এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারি। আমার কর্মকাণ্ডে সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।”

তথ্য আপা’র সেবা জানাতে উঠান

বৈঠকে মিরপুরের ইউএনও

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প ‘তথ্য আপা’র সেবা জানাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদের সঙ্গে উঠান বৈঠক করছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজমুল ইসলাম।

শনিবার (২৬ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নে এক উঠান বৈঠকে ৮০ জন প্রান্তিক নারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সমন্বয় করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পের স্থানীয় কর্মকর্তা।

ইউএনও মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, গ্রামের নারীরা এখন প্রায় সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। দৈনন্দিন কাজের খুটিনাটি শিখতে এখন আর প্রশিক্ষকের কাছে যেতে হয় না। তাই ‘তথ্য আপা’ প্রকল্পে ডিজিটাল অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে ঘরে বসে সেবা পেতে পারেন তার জন্য উঠান বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, উঠান বৈঠকগুলোতে একেকদিন একেকজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামসেদ আলী ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম নান্নু উপস্থিত ছিলেন। তারা ‘তথ্য আপা’র মাধ্যমে হাঁস-মুরগি ও গবাধি পশু কিভাবে পালন করলে দ্রুত লাভবান হওয়া যাবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া নারী অধিকার, বাল্যবিয়ে, কিশোরগ্যাং, পারিবারিক কলহসহ প্রয়োজনের মুহূর্তে কীভাবে জরুরি সেবা পেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মুজিবনগরে এএসসি পরিক্ষার্থীদের বাড়িতে ইউএনও

মুজিবনগরে আসন্ন এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে

দামুড়হুদায় সাংবাদিকদের সাথে ইউএনও এর মতবিনিময়

দামুড়হুদা উপজেলার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন নব যোগদানকৃত উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। আজ সোমবার বেলা ২টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে উপজেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র’র সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য হাবিবুর রহমান হবি, আরিফুল ইসলাম মিলন। প্রেসক্লাব সদস্য শেখ হাতেম, আনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম মানিক, বিল্লাল হোসেন। দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবু, সহসভাপতি মোজাম্মেল শিশির। দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল হক, সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাবেক সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সহ সম্পাদক মনিরুজ্জান সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসমত আলী প্রমূখ।

মতবিনিময় সভা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটা সাংবাদিক তাদের মতামত তুলে ধরেন। দামুড়হুদা উপজেলার সম্ভাবনা এবং সমস্যা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা একটি বর্ডার বেল্ট সাইড। পূর্বের মতো এখনো এসব সাইড দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাদকদ্রব্য আসে, এরমধ্যে ফেনসিডিল, গাঁজা, হেরোইন এবং ব্রুপ্রোফাইন ইনজেকশন অন্যতম। ভারত থেকে যখন গরু আসে বা গরু পার হয়ে বাংলাদেশে আসে তখন ইন্ডিয়ান বিএসএফ বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু যখন মাদকদ্রব্য আসে তখন বিএসএফ কিছুই বলে না, বরঞ্চ আরও সাহায্য সহযোগিতা করে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামীলীগ সরকার পতন হওয়ার পরে এখনো পর্যন্ত বর্তমানে উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে গিয়েছে। কোন স্কুলে কমিটি না থাকার কারণে কেউ কারো কোনো কথা শোনে না, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাশ হয় না। দামুড়হুদা সদরে

মাদকের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টাকরী ওই পুলিশ অফিসার কে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হয়। এসময় উপজেলার সকল বিষয়ে দামুড়হুদা ও দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা নবাগত ইউএনও তিথি মিত্র’র পাশে থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র বলেন, যে সকল সমস্যার কথা শুনলাম তা নিরসনে সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এককভাবে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, তবে সমস্যা নিরসনে আমার শতভাগ চেষ্টা থাকবে। সঠিক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের সহযোগিতায় এই দামুড়হুদা উপজেলা হয়ে উঠবে একটি চমৎকার উপজেলা।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে গভীর রাতে ইউএনও

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে রাতের আঁধারে তাদের বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। শিক্ষার জন্য নিবেদিত এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে ও তাদের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই খায়রুল ইসলাম শুধু প্রশাসনিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং উপজেলায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেছেন ‘রাত্রিকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রম।

চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরু থেকেই প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করা, তাদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং